দীনিয়াত শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু-কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ-মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দীন পৌঁছানোর চেষ্টা করা।
- মুসলিম বাচ্চাদেরকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও মৌলিক দ্বীন শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারের আদলে গড়ে তুলা।
- প্রতিটি মুসলিম এলাকা এবং মসজিদে দীনিয়াতের আদর্শ মুনাযযাম মাকতাব প্রতিষ্ঠা করা।
- মাকতাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করা এবং তাদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা বিস্তার করা।
- অল্প সময়ে একাধিক মুসলিম বাচ্চাকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ও স্কুলে দীনিয়াত কোর্স চালু করা।
- Electronics & Print Media-এর মাধ্যমে দ্বীন ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা।
- প্রতিটি বস্তি, পথশিশু ও বঞ্চিতদের কাছে কুরআনের তালিম পৌঁছানোর চেষ্টা করা।
- সর্বপরী মক্তব শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুপাতে সংস্কার, আধুনিকায়ন, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই দীনিয়াতের উদ্দেশ্য।

দীনিয়াত প্রকাশনী

আন নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা

ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০, ০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

www. Deeniyat.com

The Complete Solution For Maktab

মৌলিক দীন ও মাকতাব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বড়দের দৃষ্টিতে

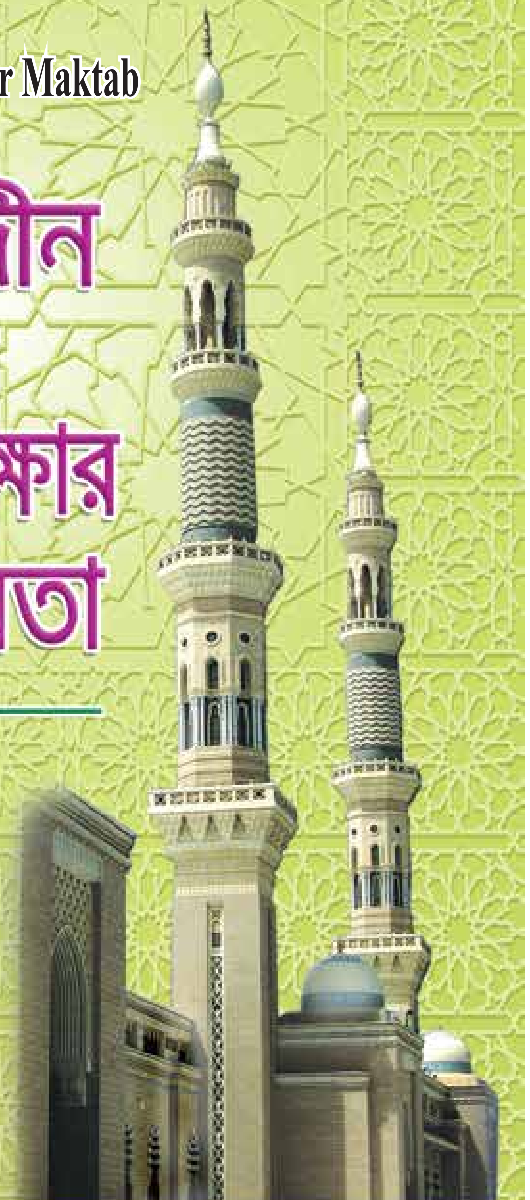

deeniyat

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

মাকতাব ও মৌলিক দীন শিক্ষা ছিল এদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সার্বজনীন এক শিক্ষাব্যবস্থা। এক সময় এদেশের সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষার সূচনা হত মসজিদ কেন্দ্রীক মাকতাব শিক্ষার মাধ্যমে। ফলে কচি বয়সেই প্রতিটি মুসলিম শিশুর অন্তরে প্রজ্জলিত হতো এক ঐশি নূর, কুরআনের আলোয় আলোকিত হত তাদের হৃদয়। ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনার শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠত তারা। তাই প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরও প্রতিটি ভালো কাজকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকত তাদের হৃদয়। মনের অজান্তেই বর্জন করত প্রতিটি অন্যায়, অপরাধ ও কুসংস্কার।

মাকতাব ও মৌলিক দীন শিক্ষা থেকেই প্রত্যেক মুসলমান ঈমান-আক্বিদা, পবিত্রতা, নামায শিক্ষা, বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, ইবাদাত-লেনদেন, জরুরি মাসাইল, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও ইসলামী শিষ্টাচার ইত্যাদি দীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতো। এই শিক্ষার মাধ্যমেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তৈরী হত এক সেতুবন্ধন। ফলে ইসলামী আদর্শের আদলে গড়ে উঠত প্রতিটি মুসলিম পরিবার ও সমাজ।

কালের বিবর্তন ও আমাদের উদাসীনতার ফলে সার্বজনীন এই শিক্ষা ব্যবস্থা আজ বিলুপ্তির পথে। যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণে বর্তমান সমাজ ঢেকে যাচ্ছে অপরাধ আর অসামাজিক কার্যক্রমের কালো ছায়ায়।

deeniyat

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা ধ্বংসের বহুমুখী ষড়যন্ত্র, আমাদের শিশু-কিশোরদের কুরআনী শিক্ষা গ্রহণ না করে নৈতিকতা বিবর্জিত ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠা এদেশের ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এক ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখিন করবে এবং আগামী প্রজন্মকে ধর্মীয় অনুভূতিশূণ্য, ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে গড়ে তুলবে।

তাই বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদগণ শতভাগ মুসলমান তথা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শিশু-কিশোর, যুবক-বয়স্ক এবং যেকোন শ্রেণী-পেশা বা বয়সের পুরুষ-মহিলা যেন দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে পর্যপ্ত জ্ঞান ও সহীহ আক্বিদা লালন করতে পারে সে জন্য কাজ শুরু করেছেন। তারা সেই হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘মাকতাব শিক্ষা’ কে যুগের চাহিদা অনুপাতে সংস্কার, আধুনিকায়ন, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ পৌঁছে দেয়ার লক্ষে তৈরী করেছেন ‘দীনিয়াত কোর্স’। **দীনিয়াত কোর্সটি উন্নত বিশ্বের প্রায় ৪০-টি দেশে সমাদৃত এবং ২০-টি ভাষায় অনুদিত**। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় দীনিয়াত মাকতাব চালু করা সময়ের একান্ত দাবী।
প্রিয় দ্বীনি ভাই!
আপনার কাছে আমাদের আবেদন, সমাজের ৯৮% জনগোষ্ঠির কাছে মৌলিক দীন পৌঁছানোর লক্ষ্যে দীনিয়াত মুনাযযাম মাকতাব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন। এদেশের আগামী প্রজন্মকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহীতার বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত এবং ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধের শিক্ষাদানে সর্বাত্মক সহযোগীতা করে ঈমানি দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। আমিন।

deeniyat

দীনিয়াত বাংলাদেশ

* সর্ব প্রথম ১৯২৫ ইং দক্ষিণ আফ্রিকার ওলামায়ে কেরামগণ সেখানের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুসলিম স্কুলগ্রামী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মাকতাব সিলেবাস তৈরি করেন। তাদের মাকতাব শিক্ষার সফলতা সম্পর্কে আমাদের ওলামায়ে কেরাম অবগত। বাংলাদেশে সেই মাকতাব শিক্ষা কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৬ ইং মার্চে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম-এর উদ্যেগে দক্ষিণ আফ্রিকার জমিয়াতে উলামা শিক্ষা বোর্ড-এর সদর মাওলানা ইউনুস সাহেব তাশরীফ আনেন। হাটহাজারী, রহমানিয়া, মাদানী নগর, বাড়িধারাসহ বড় বড় শীর্ষ ২২-টি মাদরাসায় উনার ধারা প্রোগ্রাম করানো হয়। এর মাধ্যমে পুরো দেশে দীনিয়াত শিক্ষার কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয়তা উলামাদের দৃষ্টিতে আসে।

* এশিয়াতে বড়দের পরামর্শক্রমে মুম্বাইয়ের হাজী রফিক সাহেবের উদ্যোগে ২০০3 ইং আফ্রিকার সিলেবাসসহ আরো অন্যান্য সিলেবাস সামনে রেখে **দীনিয়াত নামে একটি আদর্শ মাকতাব সিলেবাস প্রনয়ণ করা হয়।** যার ভিত্তি ৪-টি বিষয়ের উপর রাখা হয়। ১- আদর্শ সিলেবাস, ২- আদর্শ পাঠদান পদ্ধতি, ৩- আদর্শ নিতিমালা, ৪- আদর্শ পরিদর্শন ব্যবস্থা। এ চার-টি বিষয়কে সামনে রেখে মুম্বাই থেকে মুনাযযাম মাকতাব পুরো ইন্ডিয়াতে পরিচালিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৩০-লক্ষ্য স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি মৌলিকদীন শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

* তার সফলতা বাস্তবেই দেখার উদ্দেশ্য ২০১৭ মার্চ মাসে বাংলাদেশের শীর্ষ উলামাদের একটি টিম মুম্বাইতে সফর করেন। যা দেখে আসার পর উনারা অত্যান্ত আনন্দ এবং সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। এবং অন্যদের-কে দীনিয়াত মুনাযযাম মাকতাব প্রতিষ্ঠা করার প্রতি উৎসাহিত করেন।

আলহামদুলিল্লাহ! তার-ই ধারা বাহিকতায় ২০১১ থেকে বাংলাদেশে সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে দীনিয়াত মুনাযযাম মাকতাব পরিচালিত হয়ে আসছে। যার মাধ্যমে হাজারো স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী ও জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষগণ দীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

তাই আসুন! আমরা দীনিয়াত শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি।

মকতব সম্পর্কে বড়দের বাণী

মুসলিম শিশুকে সর্ব প্রথম কুরআনের শিক্ষা দিন

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন, সর্বপ্রথম মুসলমানের বাচ্চাদেরকে কুরআন পড়ানো উচিত। দীনের জরুরি বিষয়াদি শেখানো উচিত। চাই তা উর্দুতে হোক, কিংবা আরবিতে। তবে ইংরেজির আগে হওয়া উচিত। এমনটা সঙ্গত মনে হয় না, যে চোখ মেলার পরই তাকে ইংরেজি শেখায় লাগিয়ে দেয়া হবে। তাই প্রথমে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিন। যদি পুরো না হয় তাহলে দশ পারা হলেও যেন হয়। আর এর পাশাপাশি প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে। [আল-ইলম ওয়াল উলামা, ৪০]

বাচ্চাদের কুরআন মাজীদ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করুন

ফাযায়েলে আমাল-এ হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ.এর কিতাবে 'পস্তী কা ওয়াহেদ এলাজ'-এ হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হাসান রহ. লিখেছেন: আপনাদের বাচ্চাদের এবং আপনাদের মহল্লা ও গ্রামের ছেলে-মেয়েদের কুরআন মাজীদ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং অন্য সব বিষয়ের ওপর একে অগ্রগণ্য বিবেচনা করুন।

হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর বাণী

বাংলাদেশের ৬৮-হাজার গ্রামে ৬৮-হাজার কুরআনী মাকতব প্রতিষ্ঠা করুন। মাকতাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌঁছে দিন এবং তাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের বিজ বুপন করুন

deeniyat

মুসলমানদের অধঃপতন ও এ থেকে উত্তরণের পথ

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বলেছেন: আমি মাল্টার একাকী জীবনে চিন্তা করেছি, পুরো দুনিয়াতে মুসলমানগণ দীনি ও দুনিয়াবি দিক থেকে কেন অধঃপতনের শিকার? তখন আমার এর পেছনে দুটি কারণের কথা মনে হয়েছে, এক. কুরআনকে ছেড়ে দেয়া, দুই. পারস্পরিক মতবিরোধ ও গৃহবিবাদ। তাই আমি সেখান থেকেই প্রতিজ্ঞা করে এসেছি যে, কুরআনের সবরকম শিক্ষা (অর্থাৎ শাব্দিক তেলাওয়াত ও অর্থ-মর্ম) ব্যাপক করতে হবে। বাচ্চাদের-কে তেলাওয়াত শেখানোর জন্যে পাড়ায় পাড়ায় মকতব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বড়দেরকে 'আম দরসে কুরআন'-এর রূপে এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবগত করানো হবে এবং কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করতে তাদের প্রস্তুত করা হবে।

[মুফতী শফী রহ. কৃত 'ওয়াহদাতে উম্মত' থেকে সংগৃহীত]

ঈমানদার মায়ের কোল থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, যদি কোনো মায়ের কোল থেকে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তাহলে মায়ের চিৎকার ও বিলাপ শুরু হবে, মানুষ দৌড়াতে থাকবে, পুরো এলাকায় হইচই পড়ে যাবে। এ আশঙ্কাও দেখা দেবে যে, কোনো ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে কিনা? অথচ এখন ঈমানদার মায়েদের কোল থেকে (শিক্ষার নাম দিয়ে) খুবই সন্তুষ্ট-চিত্তে তাদের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা তা অনুভবও করতে পারছি না। [তাকবীরে মুসালসাল, ৩৮৩]

মৌলিক দীনি শিক্ষার জন্যে মকতব জরুরি

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, বাচ্চাদের জন্যে মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা মুসলমানগণ নিজেরাই করবে। বিশেষত মকতব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এ সময়ে এতটাই জরুরি হয়ে পড়েছে যে, আমি মনে করি, বর্তমানে নতুন প্রজন্মের দীনদারী টিকিয়ে রাখা ও তা

সংরক্ষণের জন্যে মকতব প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা এতটা ফলদায়ক হতে পারে না। সেখানে আকিদা-বিশ্বাস এবং দীন-ইসলাম সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং মুসলমান শিশুদের মন-মস্তিষ্কে ইসলামের চিত্র অঙ্কিত হয়ে যাবে। [তাকবীরে মুসালসাল, ২৩০]

হয়তো ধর্মত্যাগকে মেনে নাও অন্যথায় বাচ্চাদের দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করো

দীনি শিক্ষা কাউন্সিলের ১৯৬০ ঈ. সালের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী রহ. বলেছেন, দুটি বিষয়ের একটিকে বেছে নিন। হয়তো আপনাদের উত্তরসূরিদের, আল্লাহ না করুন, ধর্মত্যাগের বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, অন্যথায় এ সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়ান, আমরা ইনশাআল্লাহ প্রতিটি বাচ্চাকে ধর্মত্যাগের এ ঝড় থেকে রক্ষা করব। এ পথে আমাদের যত কষ্ট করতে হয়, যত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, আমরা এ থেকে পিছপা হব না। [তাকবীরে মুসালসাল, ৩১]

আল্লামা ইকবাল রহ. বলেন,

এ মকতবগুলোকে এ অবস্থাতেই থাকতে দাও। গরীব মুসলমানের বাচ্চাদেরকে এসব মাদরাসাতেই পড়তে দাও। যদি এসব মোল্লা ও দরবেশ না থাকে তাহলে কী হবে? যা কিছু হবে তা আমি নিজ চোখে দেখে এসেছি। ভারতের মুসলমানগণ যদি এ মাদরাসার প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে, তাহলে ঠিক তেমনটাই হবে, যা স্পেনে হয়েছে। সেখানে মুসলমানদের আটশ বছরের রাজত্ব সত্ত্বেও আজ “গ্রানাডা ও কর্ডোভার” পুরনো জীর্ণ অট্টালিকা এবং “আলহামরা” প্রাসাদের কিছু নিদর্শন ছাড়া ইসলামের অনুসরণ ও ইসলামি সভ্যতার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতেও আগ্রার তাজমহল আর দিল্লির লালকেল্লা ছাড়া মুসলমানদের আটশ বছর রাজত্বের, তাদের সভ্যতার কোনো নিদর্শন তখন থাকবে না।

আমাদেরকে মকতব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে

মাওলানা মনযুর নুমানী রহ. বলেছেন, আমরা খুব ভেবে-চিন্তেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এসব মকতব এর ব্যয়ভার আমরা নিজেরাই বহন করতে চাই। এ দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বড় দায়িত্ব। কিন্তু যদি আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে এ দায়িত্ব বহন করতে অভ্যস্ত না হই, যদি একাকীত্ব, আরাম-আয়েশ, স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন এবং উদাসীনতার যে জীবন আমরা শত শত বছর ধরে যাপন করে আসছি তা ছাড়তে না পারি, তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা এ দেশে এ সময়ে সম্মানের সঙ্গে মুসলমান হিসেবে কখনোই বেঁচে থাকতে পারব না। আমাদেরকে কষ্ট সহ্য করে, সংগ্রাম করে হলেও এসব মকতব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এর দায়িত্ব আমাদেরকেই বহন করতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য তো সে-ই লাভ করবে, যে তাঁর পথে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। নিজেরা মকতব প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, মুসলমান বাচ্চারা যেন আমাদের এসব মকতব থেকে শিক্ষা অর্জন করে। [তাকবীরে মুসালসাল, ৩৪]

দীনি শিক্ষা ছাড়া কেবলই দুনিয়াবি শিক্ষা দেয়া গুনাহের কাজ এবং নিজের ধর্মের সঙ্গে বিদ্রোহ

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, হযরাত! বিভিন্ন জাতির সম্মিলিত সিদ্ধান্ত দুনিয়ার চিত্র এবং তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছে। আজ যে জিনিসটি আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যা সকল প্রতিবন্ধকতা ও বাধাকে ডিঙ্গাতে পারে তা হচ্ছে আমাদের এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে, আমরা নিজেদের সন্তানাদির দীনি শিক্ষাকে অন্য সকল শিক্ষার উপর প্রাধান্য দেব এবং যে শিক্ষার মাধ্যমে তারা নিজেদের স্রষ্টা, নিজেদের নবী, নিজেদের আকিদাবিশ্বাস এবং দীনি দায়িত্বকর্তব্যগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে সে জরুরি শিক্ষা বাদ দিয়ে কেবল প্রথাগত কিংবা সামাজিক শিক্ষা দেয়াকে আমরা গোনাহের কাজ এবং নিজের ধর্মের সঙ্গে এক প্রকার বিদ্রোহ বিবেচনা করব। যে জাতি

নিজেদের বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, কেউ তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে না, আর যারা নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে না।

[তাকবীরে মুসালসাল, ১৫৬]

সকাল-সন্ধ্যায় আধাঘণ্টা-এক ঘণ্টার মকতবও হতে পারে

স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী রহ. বলেছেন, আমাদের এসব প্রচেষ্টার পরও যেসব মুসলমান শিশু সরকারি স্কুলে শিক্ষার্জন করতে যাবে, তাদের জন্যে আমরা মহল্লার মসজিদে কিংবা অন্য কোনো স্থানে দীনি তালিমের এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে সকালে কিংবা সন্ধ্যায় মাত্র একঘণ্টা কিংবা আধাঘণ্টা প্রতিদিন বাচ্চাকে কুরআন শরীফ ও অন্যান্য দীনি মৌলিক বিষয়াদি শেখানো হবে।

[তাকবীরে মুসালসাল, ৩৫]

দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি এবং তা জিহাদও

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. ৮ আগস্ট ১৯৭১ ঈ.তে দীনি শিক্ষা কাউন্সিলের সভায় বলেছেন, বাস্তবতা হচ্ছে, এ কাজ হওয়ার কথা ছিল দীনি চেতনা নিয়ে, ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে, পরকালের মুক্তির ওসিলা মনে করে। মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের জন্যে দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মুশরিকদের শিক্ষার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা ও সাধনা করাও সময়ের এটাই এ সময়ের জিহাদ। দীনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সব সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাই জিহাদ। এ কাজকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করুন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করুন। এ কাজ এ সময়ের জন্যে উঁচু স্তরের তাবলিগ, উঁচু স্তরের জিহাদ এবং উঁচু স্তরের জিকির। [তাকবীরে মুসালসাল, ৩৭৯, ৬৮১]

deeniyat

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর বাণী

সম্মানিত ইমাম ও উলামায়ে কেরাম : আপনারা এ-দেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে মাকতাব প্রতিষ্ঠা করুন। কুরআনের এই খেদমতকে জীবনের মাকসদ বানিয়ে নিন। কঠোর সাধনার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে কুরআনের শিক্ষা পৌঁছে দিন। আজিমুশ শান এই বুনিয়াদী কাজের জন্য এক-দুই-টি জীবনের সাধনা নয়, শত জীবনের আজীবন সাধনা দরকার। সুতরাং আপনারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত উদ্যোগে মাকতব প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করে ঈমানী ও জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

মকতব ছাড়া মসজিদ আবাদ করা সম্ভব নয়

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, আমাদের কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্তিদায়ক হবে না, যতক্ষণ মুসলমান নিজেদের বাচ্চাদের তালিমকে তাদের খাবার ও ওষুধের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করবে এবং যে গুরুত্ব ও আগ্রহের সঙ্গে তারা মসজিদ নির্মাণ করে, ঠিক একই পরিমাণ আগ্রহের সঙ্গে তারা মকতব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করবে। কারণ, মকতব ছাড়া এসব মসজিদ আবাদ করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ আমরা এ পথে নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করাকে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা না করব, যতক্ষণ আমরা তাতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.এর রুচি এবং হযরত উসমান রা.এর জযবা নিয়ে তাতে অংশগ্রহণ না করব, যতক্ষণ আমরা এ পথের মেহনতকে ইবাদতের মর্যাদা না দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাজ প্রশান্তিদায়ক হবে না। [তাকবীরে মুসালসাল, ১৮৪]

সন্তানকে যথার্থ মুসলমান রূপে গড়ে তোলা তার জন্যে ঈদের জামা কেনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি জরুরি

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, পরিষ্কার ভাষায়

বলছি, সন্তানের জন্যে ঈদের কাপড় কেনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি, আর যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তার জন্যে ভালো চিকিৎসা করানোর চেয়ে বহু গুণ বেশি, এবং তাকে চাকরির উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি প্রয়োজন হলো প্রথমে তাকে পাকা মুসলমান বানাতে হবে। [তাকবীরে মুসালসাল, ২৫২]

একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, আপনি যদি এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যে আপনার উপার্জনের একটা অংশ দীনি মকতবের জন্যে ব্যয় করা হবে, তাহলে তা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হবে। মুসলমানের সম্পদের মূল্য ও উপকারিতা এটাই যে, তা ইসলামের কাজে আসবে। আর তা যদি না হয় তাহলে-তো- তা- কারুনের সঞ্চিত ধন এবং দুনিয়ার অপমাণ, আর পরকালের শাস্তির উপকরণ।

[তাকবীরে মুসালসাল, ১৩২, ৪৮৫]

আমরা মুসলমান কীসের ?

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, যদি আমরা দেখি, যে আমাদের সন্তানাদি নিজেদের ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে, নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে, এতে আমরা চিন্তিত হই না। এজন্যে কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ না করি। একইভাবে আমরা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদাকে ভুলে যেতে থাকি, তাহলে আমরা আবার কীসের মুসলমান? আমরা তো এতটুকু উপযুক্তও নই যে, আমাদেরকে ভদ্র মানুষ বলা হবে। [তাকবীরে মুসালসাল, ৩০০]

দীনি শিক্ষাদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো খেদমত নেই

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন, আজকাল দীনি শিক্ষাদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো খেদমত নেই।

[আল-ইলম ওয়াল উলামা, ৩৪]

প্রথমে নিজেকে আন্দোলিত করো

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, দীনি শিক্ষাদান আন্দোলন এমন কোনো আন্দোলন নয়, যা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখলেই আদায় হয়ে যাবে। ... কোনো আন্দোলন সফল করার জন্যে প্রথম শর্তই হচ্ছে, প্রথমে নিজেকে সে আন্দোলনে আন্দোলিত করো। নিজের ভেতর জজবা ও আগ্রহ, নিজের মন-মস্তিষ্কে চিন্তা-ফিকির এবং অন্তরে অনুভূতি ও উন্মাদনা সৃষ্টি করো। এরপর এভাবে ভাবো, আন্দোলনের এ ময়দানে তোমাকে একাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এর দায়িত্ব একমাত্র আমারই। নিজের দায়িত্ব এভাবে অনুভব করে আমাদের প্রত্যেককেই এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, আমাকে একাই এ আন্দোলন চালিয়ে নিতে হবে। কোথাও একে অন্যের অপেক্ষা করবে না। সময় যথেষ্ট চলে গেছে। এখন সময় অনেক কম, কাজ বেশি। এখন আর একে অন্যকে অনুসন্ধানের সময় নেই। নিজে উঠে দাঁড়াও, কাজ শুরু করো। এ কথায় নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, যদি তোমার উদ্দেশ্য সঠিক হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং সঙ্গী-সাথী ও সহকর্মী এমনিতেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে চলার সঙ্গীর এবং সহকর্মীর কোনো অভাব থাকবে না। তোমার জজবা ও ভালোবাসা অন্যদের মধ্যে এ কাজের স্বেচ্ছা-আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

[তাকবীরে মুসালসাল, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫]

দায়িত্ব পালনে ত্রুটির পরিণতি

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাবেক নাযেম হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া রহ. বলেছেন, যে কাজ যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, যার উপকারিতা যতটা ব্যাপক, তা আদায় করতে গিয়ে যদি অলসতা ও ত্রুটি করা হয় তাহলে এর ক্ষতিও ততটাই ব্যাপক হয়ে থাকে। তাই এই মহাগুরুত্বপূর্ণ মৌলিক খেদমদটিকে যদি, আল্লাহ না করুন, আপনি কোনো গুরুত্ব না দেন, একে কেবলই নামকাওয়াস্তে আদায় করে থাকেন, যেন আপনার বেতন নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাহলে স্পষ্ট কথা, আপনি কেবল এ বাচ্চাদের অধিকারের ক্ষেত্রেই খেয়ানত করছেন না,

বরং পুরো জাতি, পুরো মানবজাতির অধিকারের ক্ষেত্রে খেয়ানত করছেন। বরং পুরো সৃষ্টিজগতের দৃষ্টিতে আপনি একজন অপরাধী এবং অনেক বড় ক্ষতির বোঝা আপনি আপনার মাথায় নিয়ে রাখছেন।

[মাসআলায়ে তা'লীম, তরীকায়ে তা'লীম, ৮]

দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে যুক্ত মাদরাসার তত্ত্বাবধানে দীনি মকতব প্রতিষ্ঠা করুন

'মজলিসে উমুমী রাবেতায়ে মাদারেসে ইসলামিয়া আরাবিয়া'র সর্বভারতীয় সম্মেলনে দীনি মাদরাসাগুলোর শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীলগণের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করাকে জরুরি মনে করছে যে, যেসব এলাকায় মৌলিক দীনি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, সেসব এলাকায় আপনাদের মাদরাসার তত্ত্বাবধানে দীনি মকতবের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব প্রত্যন্ত ও বঞ্চিত এলাকায় দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, সেখানকার জনগণের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও প্রতিষ্ঠান যেমন, কাদিয়ানী, খৃষ্টবাদ ইত্যাদি খুব জোরেশোরে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারণা চালাচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভ্রান্তির জালে আটকানোর চেষ্টা করছে।

এজন্যে মাদরাসাগুলোর সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ নিজ নিজ মাদরাসার শাখা হিসেবে প্রয়োজনমতো মকতব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মৌলিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা নিন এবং এজন্যে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার প্রস্তাবকে নিজেদের কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করুন, মাদরাসা নিজেদের বার্ষিক বাজেটের দশ শতাংশ মকতব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ব্যয় করবে এবং এর বার্ষিক প্রতিবেদন রাবেতায়ে দারুল উলূমের কেন্দ্রীয় দফতরকে অবগত করবে।

[মাহনামা দারুল উলূম দেওবন্দ, মে-আগস্ট ২০০৪]

.... যার কারণে হয়তো কিতাব ঘুরিয়ে নিতে হয়, অথবা নিজে ঘুরে যেতে হয়। এসব সমস্যা সামনে রেখে ‘দীনিয়াত’ বুখারী শরীফের উপর কাজ শুরু করে। এর জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ এবং সাহারানপুরসহ এশিয়া মহাদেশে যারা বুখারী শরীফের দরস দিচ্ছেন, তাদের মধ্য থেকে বিজ্ঞ আলেমদের মতামত ও পরামর্শ নেয়া হয়। বুখারী শরীফের অনেক পুরাতন নুসখাও সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বুখারী শরীফের শরাহগুলোও সংগ্রহ করা হয়। এভাবে বুখারীর ‘মতন’ কে মিলানো হয়েছে পুরাতন নুসখাগুলোর সাথে, আর হাশিয়া এবং বাইনাস্‌সুতুনকে মিলানো হয়েছে শরাহগুলোর সাথে। এভাবে মিলাতে গিয়ে প্রচলিত বুখারী শরীফে অনেক আক্ষরিক ভুল নযরে আসে।

কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে আমরা ঐসব ভুলগুলো কিতাবের শেষে যুক্ত করে দিয়েছি, যা আহলে ইলেমদের জন্য বিশাল একটি ইলমী কাজ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

নিম্নে বুখারী শরীফে আমাদের কাজের কিছু নমুনা পেশ করা হলো–

الع متن : النسخة المروجة : الخطاء : مامن مولود يولد الا ما الشيطان

متن : النسخة الجديدة : الصواب : مامن مولود يولد الا و الشيطان

أسماء الرجال : النسخة المروجة : الخطاء : شبرمة العينى

أسماء الرجال : النسخة الجديدة :الصواب : شبرمة الضبى

حاشية : النسخة المروجة : الخطاء : كأنّ سلسلة

حاشية : النسخة الجدية : الصواب : كأنّه سلسلة

দীনিয়াত কোর্স, স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি

সূচনা	হাম্‌দ ও না'ত	৫টি হামদ ও ৫টি না'ত।
কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	হরফ থেকে শুরু করে নাযেরার মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ কুরআন খতম।
	হিফ্‌যে সূরাহ্‌	তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা, সূরা দোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ২৩ টি সূরা এবং আয়াতুল কুরসী ও সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ করুন।
হাদীস	দু'আ সুন্নাত	৩৮টি মাসনূন দু'আ এবং ১৩টি কর্মের সুন্নাত মুখস্থকরণ। যেমনঃ- পানাহার নিদ্রা, ঘর, মসজিদ এবং বাইতুল খালা (বাথরুম) গমন ও প্রস্থান ইত্যাদি।
	হিফযে হাদীস	ইসলামের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শাখাঃ ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস অর্থসহ মুখস্থকরণ।
আকাইদ, মাসাইল	আকাইদ	অর্থ সহ ৭টি কালিমা মুখস্থ করানোর পাশাপাশি দীনের ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পাঠদান যেগুলোর ওপর একজন মুসলমানের বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।
	নামায	পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তার দু'আসমূহ মুখস্থকরুন এবং অতিরিক্ত ছয়টি নামায পড়া ও পড়ানোর পদ্ধতি শিখানো, যেমন : বিতিরের নামায, জুমআর নামায, ঈদের নামায, অসুস্থব্যাক্তির নামায, মুসাফিরের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি।
	আসমাউল হুসনা	আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি গুণবাচক নাম।
	মাসাইল	পবিত্রতা ও নামাযের জরুরী মাসাইল শিক্ষাদান। যেমন: উযু, গোসল, নামাযের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ মুখস্থকরণ এবং পাশাপাশি রোযা, হজ্ব ও যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান।
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ১১০ টি প্রশ্নোত্তর।
	বক্তৃতা ও দুআ	৫ টি বক্তৃতা ও ৫ টি কুরআনী দু'আ মুখস্থকরণ।
	সীরাত	আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন (হযরত আবু বকর رضي الله عنه ,হযরত উমর رضي الله عنه হযরত উসমান رضي الله عنه ও হযরত আলী رضي الله عنه) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
	সহজ দীন	বাচ্চাদের দীনী তারবিয়াতকে সামনে রেখে ইসলামের ৫টি প্রসিদ্ধ শাখা ঈমান ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার আচরণ সংক্রান্ত ৪০টি সবক।
ভাষা	আরবি	আরবি গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তুসমূহের নাম, ইসলামী দিন ও মাসসমূহ, শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম এবং আরবিতে কথোপকথন।

ফারেগীন আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ

দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান শায়খুল হাদীস 'মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দাঃ বাঃ' দাওরা হাদীসের বছর, বিদায়ী শেষ নসীহত করতে গিয়ে আমাদের জিম্মাদারী এবং দায়িত্ত্ব বুঝাতে গিয়ে প্রশ্ন করে বলেন, তোমাদের-কে যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমাকে কে পড়িয়েছেন??? তোমরা কেউ বলবে আমার আম্মু-আব্বু, আবার কেউ বলবে আমার মামা-চাচা, অন্য কেউ বলবে আমার ওস্তাদজীরা আমাকে পড়িয়েছেন। এসব উত্তর একটিও ঠিক-না!!! কারণ- এরা সকলে তোমার খরছ বহন করেছেন মাত্র। মাদরাসার বিল্ডিং, বোর্ডিং এবং ওস্তাদদের হাদিয়া আরো অন্যান্য জরুরত কওমের টাকা দিয়েই পুরা করা হয়; এ জন্য কওমী মাদরাসার ফারেগীন জাতির কাছে ঋণী, আর জাতির ঋণ পরিশোধ হবে কওমের সাধারণ লোকদেরকে এবং তাদের সন্তানদের-কে দীনি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে। আমরা কী এই ঋণ পরিশোধ করতে সকলে প্রস্তুত??? তাই আসুন, এই ঋণ পরিশোধ করতে মাত্র একটি করে " মুনায্যাম মাকতাব" প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বয়স্করা এবং স্কুলগ্রামী শিক্ষার্থীরা কুরআন শিক্ষার পাশপাশি দীনের ফরযে আঈন বিষয়গুলো শিখে তার উপর আমল করতে সক্ষম হয়। ইনশাআল্লাহ।

deeniyat

দীনিয়াত ভেকেশন কোর্স

স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রীষ্ম ও শীতকালীন একাডেমিক ছুটিকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে দীনিয়াত "ভেকেশন কোর্স" বা ফরযে আইন কোর্স।

العلماء ورثة الأنبياء

এই হাদীসটা যখন কেউ আমাদের সামনে উচ্চারণ করে তখন আমরা অনেকে আনন্দে দোল খেতে থাকি, যে নবীজি আমাদের-কে নবীদের ওয়ারিছ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো যে! ১০-১২ বছর কুরআন-হাদীস পড়লেই কী নবীদের ওয়ারিছ হওয়া যাবে, না-কী এর দ্বারা অন্য কোন দায়িত্ত্ব-কে বুঝানো হয়েছে??? অবশ্যই নবীদের ওয়ারিছ বলে নবীদের দায়িত্ত্ব -কে বুঝানো হয়েছে। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত আসতেই থাকবে; কিন্তু নবী- রাসূল- তো আর আসবেনা, তাহলে উম্মতকে হিদায়াতের সঠিক দিক নির্দেশনা কারা দিবে? এ জিম্মাদারী ও এ-দায়িত্ত্ব আলেমদের-ই দেয়া হয়েছে, যারা কুরআন-হাদীসের আলোকে এ উম্মত-কে নবী- রাসূলদের পথের দিক নির্দেশনা দিয়ে যাবে, তারাই হবে নবীদের ওয়ারিছ। আর সকল নবীদের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল “তাওহীদ, রেসালাত, আখিরাত”। আরো জোর দিয়ে বলা যায়-যে, একজন নবী এবং একজন প্রকৃত আলেমের মাঝে এতটুকু প্রার্থক্য যে, নবীর প্রতি ওহী আসতো, আর আলেমের ক্ষেত্রে ওহী আসবে-না, নবীর মর্যাদা এটা-তো ভিন্ন বিষয়; কিন্তু দায়িত্ত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন আলেমের উপর নবীদের অর্পিত দায়িত্ত্বের চেয়ে কম নয়। একজন প্রকৃত আলেম যখন নবীওয়ালা দরদ এবং নবী ওয়ালা ব্যথা নিয়ে সাধারণ উম্মতের মাঝে মেহনত করবে, সাহাবা এবং তাবেঈনদের আদর্শকে আদর্শ বানিয়ে নিবে, তখন-ই হবে ওরাছাতুল আম্বিয়া।

দীনিয়াত প্রাইমারি কোর্স

শিশু শ্রেণি | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি

এই কোর্সটি প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে ধারাবাহিকভাবে নার্সারি/ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত দীন শিক্ষা সিলেবাস হিসেবে রাখা যেতে পারে। অথবা দীনিয়াত মাকতাবে এসে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় পড়ে কোর্সটি সম্পন্ন করবে।

দীনিয়াত বয়স্ক কোর্স

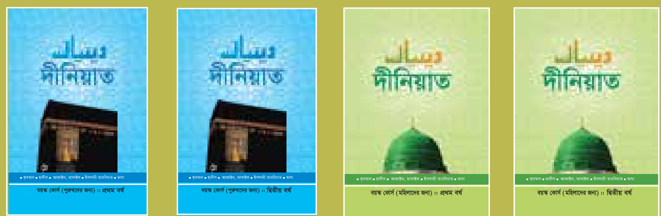

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যারা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পাননি, তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ‘দীনিয়াত বয়স্ক কোর্স’। বিভিন্ন ব্যস্ততার পাশাপাশি স্বল্প সময়ে এই কোর্সটি সম্পন্ন করলে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে এবং বিশুদ্ধভাবে নামায আদায়, মৌলিক ইবাদাত সমূহের জরুরি মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

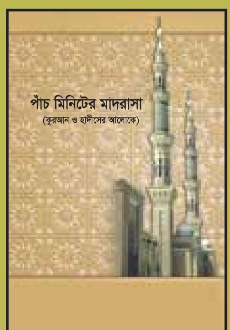

পাঁচ মিনিটের মাদরাসা

এ কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিতাবটি ইসলামী মাস ও দিন হিসাবে সাজানো হয়েছে। এই কিতাবটি ঘরে, মসজিদে বা অফিসে তা'লীম করলে অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হবে এবং সময় উপযোগী আমল করতে সক্ষম হবে। ইনশাআল্লাহ।

দীনিয়াত শিক্ষা উপকরণ

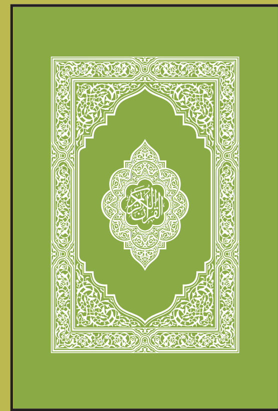

দীনিয়াত হাফেজী কুরআন

আপনি আনন্দিত হবেন যে, দীনিয়াত কর্তৃপক্ষ আরবি বিশেষ লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো কুরআন শরীফকে কম্পিউটার কম্পোজ করানো হয়েছে।

যেকোন কুরআন শরীফকে যদি দীনিয়াত কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখেন, তাহলে স্পষ্ট এমন কিছু বিষয় আপনার দৃষ্টি গোচর হবে, যা বাস্তবেই যুগের চাহিদা অনুপাতে পূর্বেই সংস্কার হওয়া উচিত ছিল। অনেক সময় আমাদের শিশুদেরকে যে আকৃতিতে হরফ শিখানো হয়, যা কুরআন শরীফে এসে ভিন্ন রূপ ধারণ করে, ফলে ঐসব স্থানে এসে সাধারণ মানুষ এবং শিশুদের অসস্তিতি হয়। ইনশাআল্লাহ তাই দীনিয়াত কুরআন শরীফের মাধ্যমে কুরআন শেখানোটা সহজ হবে।

দীনিয়াত বুখারী শরীফ

যুগের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বিজ্ঞ-উলামায়ে কেরামের পরামর্শ অনুযায়ী দীনিয়াতের পক্ষ থেকে বুখারী শরীফের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের এশিয়া মহাদেশে যে বুখারী শরীফ প্রচলিত আছে, তা প্রায় দুই শত বৎসরের পুরানো কলমী নুসখা। তখন হাশিয়াগুলো (টিকাসমূহ) ফারসী খত্তে লিখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু শব্দ বুঝাও মুশকিল ছিল। অনেক বাইনাস্‌সুতুর ছিল অস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, জায়গা কম হওয়াতে হাশিয়াগুলো ডানে-বামে, উপর-নিচে উল্টো করেও লিখা হয়েছে।.....বাকী ১৩নং পৃষ্টা দেখুন।

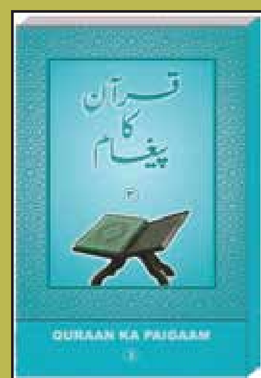

কুরআনের পয়গাম

এই কিতাবটি তৈরী করা হয়েছে রমযান মাসকে সামনে রেখে। রমযান মাসে তারাবির নামাযে মুসল্লীদের যথেষ্ট উপস্থিতি দেখা যায়। প্রতিদিন হাফেয সাহেব তারাবির নামাযে কুরআনের যে অংশ তেলাওয়াত করনে, সে অংশের সারসংক্ষেপ এই কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। তারাবীর পূর্বে এই কিতাবটি তালিম করলে উপস্থিত মুসল্লীগণ কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আমলের প্রতি উৎসাহিত হবে।